বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির আয়ু নিয়ে কেউ ভাবছেন? পৃষ্ঠা ৪

এনার্জি বাংলা

ঢাকা, মঙ্গলবার
২৩শে পৌষ ১৪২৬, ৭ই জানুয়ারি ২০২০
১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মূল্য ২০ টাকা
নিবন্ধন নং : ১২৯

বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভবিষ্যৎ কী

নিজস্ব প্রতিবেদক

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ব্যবস্থাপনা ঠিকাদারের সঙ্গে খনি কোম্পানির চুক্তির মেয়াদ আর মাত্র ২০ মাস পর, ২০২১ সালের ১০ আগস্ট শেষ হচ্ছে। তখনই বিদ্যমান খনি থেকে কয়লা তোলাও শেষ হবে। এরপর কয়লা তুলতে হলে খনির ভূগর্ভস্থ 'উত্তোলন এলাকা' সম্প্রসারণ কিংবা ক্ষেত্রটির উত্তর অথবা দক্ষিণে নতুন খনি নির্মাণ করতে হবে।

এ জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিস্তারিত প্রকৌশল ডিজাইন প্রণয়ন, ঠিকাদার নিয়োগ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ এখনই শুরু করা প্রয়োজন; কিন্তু কর্তৃপক্ষের তেমন কোনো উদ্যোগ নেই। এই অবস্থায় ২০২১ সালের আগস্টের পর বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রটি কীভাবে চলবে তা অনিশ্চিত। পেট্রোবাংলা ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানায়, বিষয়গুলো নিয়ে এখনো তারা কোনো পর্যালোচনা করেননি।

অবশ্য খনি কর্তৃপক্ষ দুটি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় দুটি প্রাথমিক জরিপ (কনসেপচুয়াল স্টাডি) করিয়েছে। তবে তার ভিত্তিতে নীতি নির্ধারক পর্যায়ে কোনো কাজ হচ্ছে না।

বড়পুকুরিয়ায় দেশের প্রথম এবং একমাত্র কয়লা খনি ২০০৫ সালে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায়। ওই বছরই সেখানে ২৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হয়। ২০১৮ সালে সেখানে ২৭৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার আরও একটি তাপবিদ্যুৎ ইউনিট চালু করা হয়। ফলে সেখানকার মোট ৫২৫ মেগাওয়াট স্থাপিত ক্ষমতার বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কয়লার নিশ্চিত সরবরাহ অতি জরুরি।

এ জন্য কয়লার দরকার দৈনিক ৫ হাজার ২০০ টন, বছরে ১৩ লাখ টন। অথচ বিদ্যমান খানির উৎপাদন ক্ষমতা বছরে সর্বোচ্চ দশ লাখ টন। সেই সরবরাহও আর মাত্র ২০ মাস পর শেষ হয়ে যাবে। আমদানি করা কয়লা দিয়ে যে বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্র চালানো অসম্ভব, তাও ইতিমধ্যে প্রমাণিত।

বিপিডিবি ২০১৮ সালে এক লাখ টন কয়লা আমদানির জন্য দরপত্র আহ্বান করেছিল। তাতে প্রতি টন কয়লা বড়পুকুরিয়ায় পৌঁছে দিতে ২৮২ মার্কিন ডলার (শুল্ক-কর ছাড়া) দাম হাঁকা হয়। বড়পুকুরিয়া খনির কয়লা প্রতি টন ১৩০ মার্কিন ডলারের বিপরীতে বিপিডিবির জন্য ওই দাম ছিল অভাবনীয়।

কয়লা নিয়ে নতুন সমীক্ষার উদ্যোগ

বড়পুকুরিয়াসহ অন্য কয়লা খনি গুলোতে নতুন করে সমীক্ষা করা হচ্ছে। কয়লা খনির অর্থনৈতিক সামাজিক ও কারিগরি চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হবে। তারপর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

উন্মুক্ত করলে এর প্রভাব কি হবে, ভূগর্ভস্থ থাকলে কি হবে, ইত্যাদি যাচাই বাছাই করা হবে।

গত সপ্তাহে জ্বালানি বিভাগের অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ বিষয়ে উদ্যোগ নিতে পেট্রোবাংলাকে পরামর্শ দিয়েছে জ্বালানি বিভাগ।

যদি সেখানে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা তোলা হয় তবে ফসলি জমিসহ সামাজিক জীবন যাপনে কি প্রভাব পড়বে সেদিক পর্যালোচনায় আনা হচ্ছে। দেশের প্রতিটি কয়লা ক্ষেত্রের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর, ভূ-তত্ত্ব গঠন ও ভূ-রসায়ন বিষয়ে বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। এছাড়া খনি এলাকায় কয়লা উত্তোলনে জনগণের কি পরিমাণ ক্ষতি হতে পারে তাও পর্যালোচনা করা হবে।

বড়পুকুরিয়া : অনন্য এক কয়লাখনি!

গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে এখনো হিসাব রাখা হচ্ছে না

অরুণ কর্মকার

একে অনন্য ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে! প্রায় ১৪ বছর ধরে একটি কয়লা খনি চলেছে। একেকটি পর্যায় শেষ করে নতুন নতুন পর্যায়ে খনি উন্নয়ন করা হয়েছে। কয়লা ওঠানো হয়েছে এক কোটি এক লাখ ৬৬ হাজার টনেরও বেশি। সে কয়লার প্রায় পুরোটাই বিক্রি এবং ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এই সব প্রক্রিয়ায় কোনো সিস্টেমলস নেই! অন্তত খনি কর্তৃপক্ষের কাজগপত্র সে কথাই বলে। তাই বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিকে অনন্য তো বটেই, পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্যও বলা যেতে পারে।

বড়পুকুরিয়া কয়লাখনিকে যে এতসব প্রশংসাসূচক বিশেষণে ভূষিত করা হচ্ছে তার কারণ, পৃথিবীতে এটিই একমাত্র কয়লাখনি যেখানে কোনো সিস্টেমলস নেই। খনি থেকে কয়লা উত্তোলন, স্থানান্তর, মজুদাগারে মজুদ করে রাখা, বিপণনে কোনো পর্যায়েই রতি পরিমাণও কয়লা খোয়া যায়নি। এমন কয়লাখনি পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি আছে বলে কারও জানা নেই। ওয়ার্ল্ড কোল সোর্স, ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি অ্যাসোসিয়েশনের ক্লিন কোল সেন্টার, ফুয়েল প্রোসেসিং টেকনোলজি প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থার তথ্য বলে যে এর প্রতিটি পর্যায়ে কিছু না কিছু পদ্ধতিগত লোকসান থাকেই।

তাহলে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির কোনো পর্যায়েই কোনো সিস্টেম নেই কেন? কোন জাদুবলে এই খনিতে এটা সম্ভব হলো? আসলে এক্ষেত্রে জাদু যদি কিছু থেকেই থাকে, তবে তা খনিটির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দক্ষতা (?) ছাড়া অন্য কিছু নয়। গত ১৪ বছর যেসব পেশাজীবী বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি কোম্পানি (বিসিএমসিএল) পরিচালনা করেছেন, যেসব পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সুপরামর্শ(?) দিয়ে অর্থোপার্জন করেছেন, জাদু দেখিয়েছেন তারা। কেননা, কয়লাখনি উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা এবং বিপণনে সিস্টেমলসের সর্বজনীন স্বীকৃত একটি সাধারণ বিষয় যা তাদের কোম্পানির কাগজপত্রে অনুপস্থিত, এটা দীর্ঘ সময়েও তাদের কারও নজরে আসেনি।

অবশ্য, বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির সিস্টেমলস নির্ধারণের জন্য ২০১৩ সালে ছয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু সে কমিটি আজ পর্যন্ত কোনো প্রতিবেদন জমা দেয়নি। বুঝুন কাণ্ড। তাহলে এই কমিটি কে করেছিল, কি জন্য করেছিল, কাদের দিয়ে করেছিল, তারা প্রতিবেদন দিলেন না কেন- এসব প্রশ্ন তো থেকেই যায়।

এর আগে, ২০০৯ সালে সিস্টেমলসের বিষয়ে মতামত চাওয়া হয়েছিল আইএমসি গ্রুপের কনসালট্যান্টের কাছে। তিনি তার মতামতে বলেন, কয়লায় যদি ১০ শতাংশ আর্দ্রতা থাকে তাহলে সাধারণত ৪ দশমিক ৫ শতাংশ সিস্টেমলস হয়। একই সাথে এশিয়া এনার্জির ফুলবাড়ী প্রকল্পের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, ফুলবাড়ীর কয়লায় ২ দশমিক ৭৭ থেকে ৮ দশমিক ৬৫ শতাংশ পানি আছে। আর এখানে ৫ দশমিক ৬৯ শতাংশ সিস্টেমলস হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এরপর ২ পৃষ্ঠা

ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা

এনার্জি বাংলার সব পাঠক, গ্রাহক, শুভানুধ্যায়ী, পৃষ্ঠপোষক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা। ২০২০ সাল সবার জীবনে আনন্দ, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি নিয়ে আসুক, মানুষে মানুষে সম্প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় হোক এই আমাদের আন্তরিক কামনা।

ধন্যবাদসহ
সম্পাদক

এনার্জি বাংলা
ঢাকা, মঙ্গলবার, ২৩শে পৌষ ১৪২৬, ৭ই জানুয়ারি ২০২০

সম্পাদকীয়

নতুন বছরে নতুন আশা

শুরু হলো সব মানুষের কাছে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার বছর। বড় প্রতিশ্রুতি পালনের বছর। মুজিব বছর। আর নানা ঘটনায় শেষ হয়েছে আরও একটি বছর।

আমদানি করা উচ্চমূল্যের জ্বালানি আর বিদ্যুৎ উদ্বৃত্তের বছর পার করলাম। আমদানি করা হয়েছে তরল প্রাকৃতিক গ্যাস এলএনজি। আমদানি করা হয়েছে জাহাজ বোঝাই কয়লা। এই কয়লা ও গ্যাস আমদানি এখন থেকে নিয়মিত হতেই থাকবে। অনেক কারণের অন্যতম আমাদের চাহিদা বেড়েছে। চাহিদার যোগান দিতে আমদানির বিকল্প নেই।

আমদানি করা এই জ্বালানিতে উদ্যোক্তারা যেমন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন তেমনি চিন্তায় পড়েছেন দাম নিয়ে। প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে আন্তর্জাতিক দাম দিয়েই চলতে হবে। যা এতদিন কম মূল্যের জ্বালানিতে ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছেন উদ্যোক্তারা। এখন সময়ের সাথে সেই বাড়তি খরচ মিটিয়ে প্রতিযোগিতায় থাকাও চ্যালেঞ্জ। এই আমদানির বিকল্প নেই। ফলে উপায় বের হবেই।

গেল এক বছরে এক হাজার মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ হয়েছে। স্থাপিত বিদ্যুৎকেন্দ্র ২০ হাজার মেগাওয়াট হওয়ার ঘোষণা এসেছে। সাথে অলস বসে থাকা বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা বেড়েছে।

বিদ্যুৎকেন্দ্র অলস থেকেছে কারণ যতটা করা হয়েছে তত চাহিদা বাড়েনি। বিশেষ করে শিল্পে চাহিদা বাড়েনি। কারণ শিল্পের বড় অংশ নিজেরা নিজেদের বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। শিল্পের নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন কমেনি। ফলে গ্রিডের বিদ্যুৎ পুরোটা ব্যবহার করা যায়নি। তাই অলসের সংখ্যা বেশি। শিল্পে নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন কমলে অলস বিদ্যুৎকেন্দ্রর সংখ্যা কমবে। অবশ্য জ্বালানি ঘাটতির কারণেও কিছু কেন্দ্র অলস থেকেছে, থাকছেও।

একদিকে অলস বসে থাকা বিদ্যুৎকেন্দ্র অন্যদিকে আমদানি করা বেশি দামের জ্বালানি। দুটো মিলে ফলাফল– দাম বাড়তি। তবে সুবিধার ভাগও কম নয়।

এবার ব্যতিক্রম শীত পার হচ্ছে। এখনো গ্যাস সংকটের কোনো আলামত পাওয়া যাচ্ছে না, এটা ওই আমদানির সুফল।

বছরের একেবারে শেষে এসে, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন সংশোধনের খসড়ায় অনুমোদন দিয়ে নতুন আলোচনার সূত্র তৈরি হয়েছে। সংসদে এই আইন পাস হলে বছরে যতবার ইচ্ছে ততবার বিদ্যুৎ জ্বালানির দাম বাড়ানো বা কমাতে পারবে বিইআরসি। আমদানি করা উচ্চমূল্যের জ্বালানির খরচ সামাল দিতেই কি এই নতুন আইন সংশোধনের উদ্যোগ? এই প্রশ্ন করা যেতেই পারে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যে দামে তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি করা হয়েছে তা যথার্থ হয়নি। আমদানির প্রত্যেক ধাপে সতর্ক হলে এই দাম আরও কিছুটা কমানো যাবে। হয়তো প্রথমবার বলে প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে দাম বেশি পড়েছে।

এখন সেই সব জায়গায় হাত দিতে হবে, যেন অযাচিত খরচ বেড়ে না যায়। আমদানির জন্য উচ্চমূল্যের কথা বলে যেন অকারণে দাম বেশি না হয়।

আমদানির উচ্চমূল্যের কথা বলে কিছুদিন আগে গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে। এখন বিদ্যুতের পালা। বিদ্যুতের নতুন দাম ঘোষণা হবে খুব তাড়াতাড়ি। বিইআরসি গণশুনানি শেষ করেছে। এখন অপেক্ষা রায় ঘোষণার।

গেল বছর বিশেষ আলোচনায় ছিল বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি। বড়পুকুরিয়ার কয়লা নিয়ে তুমুল ঝড়। হঠাৎই কয়লা উধাও হওয়ার খবর। শেষ পর্যন্ত আদালতে গেল তা। বিচার চলছে অনেকের বিরুদ্ধে। চারজনকে জামিন না দিয়ে আদালত পাঠালো হাজতে। হাজতবাসীর সাথে অন্যরা জামিনে থেকে লড়ছেন নিজেদের নির্দোষ প্রমাণে। কয়লার কী হয়েছে? চুরি না পদ্ধতিগত লোকসান? নিশ্চয়ই জানা যাবে আদালতের রায়ে। অপেক্ষা ততদিনের।

রামপালের বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয় ইউনেস্কোর প্রতিবেদনের পর। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে সুন্দরবনকে ঝুঁকিপূর্ণ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার বিশেষজ্ঞ প্রস্তাব বাতিল করে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটি। তবে সে ক্ষেত্রে শর্ত দেয়া হয়। সেসব শর্ত মেনে রামপালের বিদ্যুৎকেন্দ্র চলছে তার গতিতে, তবে গতি একটু ধীর।

নির্দিষ্ট সময় মেনেই চলছে রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজ। রাশিয়ায় তৈরি হচ্ছে রিঅ্যাক্টর। এ বছরই তৈরি শেষে দেশে আসবে এই রিঅ্যাক্টর। পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজ শেষ হয়েছে। অপেক্ষা দেশে প্রথম আমদানি করা কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের।

এসবের মধ্যেও জ্বালানি খাত ছিল অনেকটা স্থবির। গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলণে নতুন কোন কর্মসূচি ছিল না। আমদানি খরচ কমাতে দেশীয় সম্পদ আহরণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু সেদিকে খুব বেশি নজর দেখা যাচ্ছে না। গতানুগতিক ধারার মধ্যে আছে দেশীয় গ্যাস বা কয়লাখনি উন্নয়নবিষয়ক কার্যক্রম। গেল বছরে গ্যাস অনুসন্ধানে তেমন কোন নজরকাড়া কার্যক্রম দেখা যায়নি।

সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধানে নিয়োজিত পোসকো-দায়্যু চলে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। যদিও এ নিয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। তিনটি কূপ খননের চুক্তি থাকলেও একটি করেই চুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় আজারবাইজানের কোম্পানি সকার-একিউএস।

গেল বছর বিদ্যুৎখাতে বিনিয়োগের আগ্রহ দেখিয়েছে সৌদিআরব, ইন্দোনেশিয়াসহ কয়েকটি দেশ।

সব ছাপিয়ে নতুন বছরে ভালো কিছু হবে এমনি আশা।

বড়পুকুরিয়া : অনন্য কয়লাখনি!

কয়লা বিক্রয় পরিসংখ্যান

অর্থবছর	পিডিবির কাছে কয়লা বিক্রি (মে.ট.)	স্থানীয় ক্রেতার কাছে কয়লা বিক্রি (মে.ট.)
২০১৭-২০১৮	৭৮৭,১০৩.০৫০	২৭৪,১৪৪.৭৯০
২০১৬-২০১৭	৫৪০,৫৭৭.৪৯০	৪৫১,৫১২.০০০
২০১৫-২০১৬	৪৮৫,৫৬৯.২২১	৪৩০,৫১৭.০০০
২০১৪-২০১৫	৫২২,১২৯.৩৫৬	৩১৩,৪০৪.৯৩০
২০১৩-২০১৪	৫২৪,১৪২.৯৩৪	৩৩৮,৬১৮.০০০
২০১২-২০১৩	৬৪৩,৯৭৭.৯৩৬	২৮৮,২৬৬.০০০
২০১১-২০১২	৪৯৯,৯৭১.৭৫৭	৩৩২,৫২৬.০০০
২০১০-২০১১	৪৬৩,৯২৩.১৭০	১০৭,৭৯৫.০৮৫
২০০৯-২০১০	৫০১,১৩২.১৫০	৩১৯,২৫৪.৭১০
২০০৮-২০০৯	৫৩২,৪৮৭.৬২০	২৫৮,০৮০.৯৪০
২০০৭-২০০৮	৪৯১,৩৫৪.১৭০	১০,৩৯২.৭৩০
২০০৬-২০০৭	৪৬০,২৩১.১১০	৫,৭০৭.৩৫০
২০০৫-২০০৬	২০৯,২৩৪.৫৭০	৪৫,০২০.৪৪০
২০০৪-২০০৫	-	৭৪,৭৬৭.৭৬৭
২০০৪ এর জুন পর্যন্ত -	-	৭০,১৩১.৩৫০
মোট	৬,৬৬১,৮৩৪.৫৩৪	৩,৩২০,১৩৯.০৯২

সূত্র : পেট্রোবাংলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ রেলওয়ে যখন কয়লা ব্যবহার করত তখন তাদের কেনায় এক শতাংশ এবং ব্যবহারে এক শতাংশ, মোট দুই শতাংশ সিস্টেমলস অনুমোদিত ছিল।

এ তো শুধু আর্দ্রতার সঙ্গে সম্পৃক্ত সিস্টেমলসের প্রাক্কলন। এ ছাড়া কয়লাখনি ব্যবস্থাপনায়

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় কয়লার মূল্য

বৃদ্ধির তারিখ	ভ্যাটসহ কয়লার মূল্য/টন (মার্কিন ডলার)
১ জুলাই ২০১৭	১৩০.০০ (ভ্যাট ব্যতীত)
১ মে ২০১৫	১৩১.৫০
১ ফেব্রু ২০১২	১০৬.৫০
জুলাই ২০১০	৮৫.৫০
জুলাই ২০০৮	৭১.৫০
২৯ মে ২০০১	৬১.৫০

সূত্র : পেট্রোবাংলা

আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে সিস্টেমলস সর্বজনীন স্বীকৃত। ওয়ার্ল্ড কোল সোর্সের তথ্য অনুযায়ী, মজুদাগারে মজুদ করা কয়লা সরজমিনে পরিমাপের ক্ষেত্রে কম-বেশি ৫ শতাংশ পর্যন্ত পার্থক্য সর্বত্র স্বীকৃত। ক্ষেত্র বিশেষে তা ৩০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে।

ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি অ্যাসোসিয়েশনের ক্লিন কোল সেন্টারের তথ্যে বলা হয়েছে, মজুদ করা কয়লায় স্বয়ংক্রিয় অগ্নিকাণ্ডের ফলে ২ শতাংশ পর্যন্ত, বৃষ্টি-বন্যার পানিতে ধুয়ে যাওয়া (স্পিলেজ) এবং ঝড়-বাতাসে উড়ে যাওয়ার কারণেও একই পরিমাণ সিস্টেমলস হতে পারে। ফুয়েল প্রোসেসিং টেকনোলজির এক গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, যথাযথ সংরক্ষণ পদ্ধতি ছাড়া উন্মুক্ত স্থানে মজুদ করা কয়লার সিস্টেমলস হতে পারে সাড়ে ১২ শতাংশ পর্যন্ত। এ ছাড়া কয়লা ওজন করার জন্য যে 'ওয়েইং স্কেল' ব্যবহার করা হয় তার বিভিন্নতার কারণেও কয়লার ওজনে হেরফের হয়।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনিতে এর কোনোকিছুই হয়নি। মজুদ করা কয়লা সরজমিনে পরিমাপ যেমন করা হয়নি, তেমনি মজুদ করা কয়লায় স্বয়ংক্রিয় অগ্নিকাণ্ড, বৃষ্টি-বন্যার পানিতে ধুয়ে যাওয়া এবং ঝড়-বাতাসে উড়ে যাওয়া-এর কোনো ঘটনাই সেখানে ঘটেনি। যদি ঘটত, তাহলে নিশ্চয়ই কোম্পানির কাগজপত্রে সিস্টেমলসও থাকত।

কিন্তু সিস্টেমলস নেই, আবার হিসাব অনুযায়ী যে কয়লা থাকার কথা তাও নেই, এটাই বা কেমন কথা? এটাও তো হতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে যখন সেটাই হলো, অর্থাৎ সিস্টেমলস নেই, আবার হিসাব অনুযায়ী কয়লাও নেই বলে যখন জানাজানি হলো, তখন একদল বলতে শুরু করলেন- চুরি। এ নিশ্চয়ই চুরি ছাড়া কিছু নয়। আর গবেষক-বিশেষজ্ঞ পেশাজীবীরা বললেন, তাহলে সিস্টেমলস কোথায়? তবে স্বাভাবিকভাবেই গবেষক-বিশেষজ্ঞ পেশাজীবীদের কণ্ঠ মুখস্ত বিদ্যাধারীদের তুলনায় যথেষ্ট ক্ষীণ ছিল। এখনো ক্ষীণই আছে।

এই যে ক্ষীণকণ্ঠ, এর কারণ হতে পারে দুটি। এক, হিসাব অনুযায়ী কয়লা না থাকার তথ্য প্রকাশের পরপরই গবেষক-বিশেষজ্ঞ পেশাজীবীরা বুঝে ফেলেছেন যে, বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির হিসাবপত্রে কোথাও সিস্টেমলসের হিসাব নেই। রাখার বিধানই করা হয়নি। আর দুই নম্বর কারণ হতে পারে, চোরের মায়ের গলা বড় হয় বলে এদেশে চোর চোর বলে শোরগোলটা সব সময় একটু জোরেই ওঠে।

এই পরিস্থিতিতে সাধারণত যা হয়ে থাকে সেই কমিটি গঠন করা হলো। পেশাজীবীদের নিয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি। তারা যথাসময়ে প্রতিবেদনও দিলেন। সেখানে বলা হলো– সিস্টেমলস। কোনো চুরি-দারি কিছুই হয়নি। হওয়ার সুযোগও ছিল না। যা হয়েছে তা সিস্টেমলস। সর্বোপরি, কমিটির বক্তব্য হলো সিস্টেমলসের বিশ্বব্যাপী, সর্বজনীন স্বীকৃত যে পরিমাণ, বড়পুকুরিয়ায় তার চেয়ে অনেক কম (এক দশমিক ৪২ শতাংশ) হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল- বড়পুকুরিয়ায় সিস্টেমলস কম হওয়ার কারণ কি? সে ব্যাখ্যা অবশ্য কমিটির প্রতিবেদনে পাওয়া যায় না। তাই সমালোকরা যদি বলেন যে, যোগ-বিয়োগ করে হিসাবে যেটুকু গড়মিল সেটুকু সিস্টেমলস বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, তাহলে সে কথা কি উড়িয়ে দেওয়া যাবে?

আরও একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হল-বড়পুকুরিয়া কয়লাখনিতে এখনও পর্যন্ত সিস্টেমলস হিসাব করা হচ্ছে না। এত আলোচনা সমালোচনার পরও গ্রহণযোগ্য কোন পদ্ধতিতে এখনও কয়লার হিসাব রাখা শুরু হয়নি। সুতরাং বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক সহসাই শেষ হবার নয়।

পিডিবির কোনো দায় নেই?

বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির সবচেয়ে বড় গ্রাহক বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি)। পিডিবি একটি চুক্তির অধীনে বিসিএমসিএলের কাছ থেকে কয়লা কিনে সেই কয়লা দিয়ে স্থানীয় বিদ্যুৎকেন্দ্রটি চালায়।

এখন চুক্তি অনুযায়ী যতটুকু আর্দ্রতায় পিডিবির কয়লা পাওয়ার বা নেওয়ার কথা তার চেয়ে বেশি আর্দ্রতায় তাদেরকে কয়লা দেওয়া হয়েছে বা তারা কয়লা নিয়েছেন। অর্থাৎ পিডিবি কয়লার সঙ্গে অনেকটা পানিও টাকা দিয়ে কিনেছেন।

প্রশ্ন হলো– এর দায় কার। শুধুই বিক্রেতার? না কি ক্রেতারও আছে? ক্রেতা অর্থাৎ পিডিবি কি কোনোদিন বেশি আর্দ্রতায় কয়লা নেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি বা অভিযোগ করেছে? না করলে পিডিবির দায় নিয়ে কেউ কোনো কথা বলছে না কেন? বড়পুকুরিয়ার কয়লা হিসাব নিয়ে যে বিতর্ক শুরু হয়েছে তার অবসান করার জন্য এমন অনেক প্রশ্নের মীমাংসা হতে হবে।

বিষয়টি ইতিমধ্যে দুদকের মাধ্যমে আদালতে গড়িয়েছে। তাই আশা করতে পারি যে, আদালতের রায়ে প্রকৃত তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশিত হবে।

বিদ্যুৎ-জ্বালানির দাম বছরে একাধিকবার পরিবর্তনের সুযোগ : কীসের আভাস?

নিজস্ব প্রতিবেদক

এখন থেকে যখন ইচ্ছে তখন, যতবার ইচ্ছে ততবার বিদ্যুৎ জ্বালানির দাম বাড়াতে পারবে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। যতবার ইচ্ছে দাম বাড়ানোর প্রস্তাব দিতে পারবে উৎপাদন ও বিতরণ কোম্পানি ও সংস্থাগুলো।

কেন এই আইন সংশোধন? আভাস কী এমন যে, ঘন ঘন দাম বাড়াতে হবে। নাকি কমানোর জন্য?

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগের সংশ্লিষ্ঠরা বলছেন, আমদানি জ্বালানির পরিমান বাড়ছে। এই আমদানি খরচ মেটাতে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সমন্বয় করে চলতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে কখনই জ্বালানির দাম স্থির থাকে না। সব সময় উঠা নামা করে। সেই উঠা নামার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে আইন সংশোধন করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, যদি আন্তর্জাতিক বাজারে হঠাৎ পরিবর্তন হয় তখন এখানেও পরিবর্তন করা লাগতে পারে। এজন্য আইন অনমনীয় না করে একাধিক উপায় রাখা হচ্ছে। শিথিল করা হয়েছে। সময়ের উপযোগি করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ অবশ্য এবিষয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করতেই এই আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আইন থাকা মানেই এই নয় যে যতবার ইচ্ছে ততবার দাম বাড়ানো হবে।

বছরে একাধিকবার বিদ্যুৎ-জ্বালানির দাম পরিবর্তনের সুযোগ রেখে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন সংশোধনের খসড়া অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ৩১শে ডিসেম্বর তার কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে 'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৯ এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়। ২০০৩ সালের ১৩ নং আইনের ৩৪ (৫) উপধারা সংশোধন করে ২০১৯ করা হয়েছে। এখন জাতীয় সংসদে পাস হলেই রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের পরে আইন সংশোধন হবে।

বিইআরসি আইন ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৫) অনুযায়ি এক অর্থবছরে একবারের বেশি জ্বালানির দাম বাড়ানোর ক্ষমতা ছিল না। বিতরণ ও উৎপাদন কোম্পানিগুলোও এজন্য একবারের বেশি প্রস্তাব দিতে পারতো না। এটা সংশোধন করা হচ্ছে। সংশোধন করে বলা হয়েছে, প্রস্তাব পেলে বিইআরসি প্রয়োজন অনুযায়ি এক আদেশে বা একাধিক আদেশে যতবার ইচ্ছা দাম বাড়াতে বা কমাতে পারবে।

অর্থবছরে একবার দাম বাড়ানো নিয়েই অসহনীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়। আর একাধিকবার বাড়লে তার প্রভাব কোথায় গিয়ে দাড়াবে? এ প্রশ্ন গ্রাহকদের।

দেড় দশকেও চূড়ান্ত হয়নি কয়লানীতি

কমিটির পর কমিটি

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির একটি সুড়ঙ্গ থেকে কয়লা তোলা হচ্ছে

বিশেষ প্রতিনিধি

কয়লা ব্যবহার ও উত্তোলনের নীতি করার উদ্যোগ দীর্ঘদিনের। সব সময় এই নীতির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বের কথা বলা হলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি এখনও। ২০০৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে কয়লানীতির উদ্যোগ নেয়া হয়। ১৬ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

২০১৪ সালে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েই নসরুল হামিদ বলেছিলেন, দ্রুত সময়ের মধ্যে কয়লা নীতিমালা করা হবে। সেই ঘোষণার পর ছয় বছর চলে গেছে।

আইআইএফসিকে খসড়া কয়লানীতি করার দায়িত্ব দেয়া হয় ২০০৫ সালে। পরে আইআইএফসি'র খসড়ায় অনুমোদন না দিয়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নুরুল ইসলামকে প্রতিবেদন পর্যালোচনার দায়িত্ব দেয়া হয়। অধ্যাপক নুরুল ইসলাম খসড়া কয়লানীতির একাধিক পরিবর্তনের সুপারিশ করে প্রতিবেদন দেন, সেটা বিএনবি সরকারের সময়। পরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল মতিন পাটোয়ারীর নেতৃত্বে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। পাটোয়ারী কমিটি তাদের প্রতিবেদন জমা দেয়। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার পাটোয়ারী কমিটির খসড়া আবার পর্যালোচনার জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করে। এতে প্রধান করা হয় তৎকালীন জ্বালানি সচিবকে। আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি পাটোয়ারী কমিটির খসড়া যাচাই-বাছাই শেষে, খসড়ার নীতি ও বাস্তবায়ন অংশকে দুই ভাগে ভাগ করে। কিছু সংশোধনীসহ শুধু নীতি অংশটি অনুমোদনের সুপারিশসহ জমা দেয়। আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশ চূড়ান্ত না করে আবারও উচ্চ পর্যায়ের পর্যালোচনার জন্য কমিটি গঠনের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পেট্রোবাংলার সাবেক চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেনকে প্রধান করে কমিটি করা হয়। সেই কমিটিও একটি সুপারিশ জমা দেয়। এভাবে পর্যালোচনার পর পর্যালোচনা করতে করতে ১৬ বছর শেষ।

মূলত খনি উন্নয়নে পদ্ধতি ঠিক করতে না পারার কারণেই বারবার কমিটি করতে হয়েছে। ভূগর্ভস্থ হবে না উন্মুক্ত। এই সিদ্ধান্ত না নিতে পারার জন্যই এ কমিটি থেকে ও কমিটিতে গিয়েছে কর্তৃপক্ষ। অনেকটা ঝুলিয়ে দেয়ার বা দেরি করার আভাস ছিল এইসব কমিটি গঠনের পেছনে। স্থির লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়নি। ফলে কোনো কমিটির প্রতিবেদনেই সন্তুষ্ট হয়নি নীতি নির্ধারকরা। আর এই একটার পর একটা কমিটি গঠন আর তার প্রতিবেদনের ইতি টানেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি ঘোষণা করেন, কৃষিজমি নষ্ট করে এখনই আর কয়লা তোলা হবে না। এই কয়লা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য থাকবে। আর তারপরই থেমে যায় নতুন নতুন কমিটি গঠন আর পর্যালোচনার উদ্যোগ।

এনার্জি বাংলা
ঢাকা, মঙ্গলবার, ২৩শে পৌষ ১৪২৬, ৭ই জানুয়ারি ২০২০

বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির আয়ু নিয়ে কেউ ভাবছেন?

ড. মুশফিকুর রহমান

বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির কয়লা

কয়লা ‘হঠাৎ’ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ঘটনার পর বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্রের জরুরি সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিপিডিবি আন্তর্জাতিক বাজার থেকে দরপত্রের মাধ্যমে এক লাখ টন কয়লা আমদানির উদ্যোগ নিয়ে পিছু হঠে। প্রতি টন কয়লা বড়পুকুরিয়ায় পৌঁছে দিতে ২৮২ মার্কিন ডলার মূল্য পরিশোধ করার প্রস্তাব আসে। বড়পুকুরিয়া খনির কয়লার প্রতি টন ১৩০ মার্কিন ডলারের বিপরীতে বিপিডিবির জন্য এই প্রস্তাব ছিল অভাবনীয়। এতে আরও স্পষ্ট হয় যে, আমদানি করা কয়লা দিয়ে বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্র চালানোর অর্থনৈতিক যুক্তি নেই

• • •

২০২১ সালের ১০ই আগস্টের পর বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে সেখানকার বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ কয়লা উৎপাদন অব্যাহত রাখা একটি অবিশ্বাস্য ও কঠিন চ্যালেঞ্জ। একে অসম্ভবও বলা যেতে পারে

দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায় দেশের প্রথম এবং একমাত্র কয়লা খনি এখনো উৎপাদনে রয়েছে। এই ভূগর্ভস্থ কয়লা খনি ২০০৫ সাল থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কয়লা উৎপাদন করছে। কয়লা খনিটি তার নির্মাণ এবং বাণিজ্যিক যাত্রার বিভিন্ন পর্যায়ে ভূগর্ভস্থ কয়লা খনির যতগুলো ‘টেক্সট বুক’ চ্যালেঞ্জ রয়েছে তার প্রায় সবই মোকাবেলা করে চলেছে।

খনির নির্মাণ এবং পরবর্তী উৎপাদন সময়কালে খনিটি সরকারি প্রতিষ্ঠান পেট্রোবাংলার মালিকানায় পরিচালিত হলেও এর কারিগরি ব্যাবস্থাপনা, তদারকি পুরোটাই বিদেশি ঠিকাদার ও পরামর্শকনির্ভর। বিশ্ববাজারে কয়লার দাম (এফওবি) পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বড়পুকুরিয়া খনির প্রতিটন কয়লার উৎপাদনমূল্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি।

স্মরণ করা যেতে পারে, বড়পুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্র ১৯৮৫ সালে ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) আবিষ্কার করে। এই কয়লাক্ষেত্রে ৬৬৮ হেক্টর (১, ৪৯৬.২৪ একর) এলাকায় কয়লার মজুদ নিরূপণ করা হয় ৩৯০ মিলিয়ন (৩৯ কোটি) টন। পরবর্তীকালে সেখানে ১৯৯৪ সালে চীনা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ১৯৪ মিলিয়ন (১৯ কোটি ৪০ লাখ) মার্কিন ডলার মূল্যে ভূগর্ভস্থ খনি নির্মাণের চুক্তি করে পেট্রোবাংলা।

এই কয়লাক্ষেত্রের উত্তরাংশে অপেক্ষাকৃত কম গভীরতায় ২৭১ হেক্টর জায়গাজুড়ে মজুদ ১১৮ মিলিয়ন (১১ কোটি ৮০ লাখ) টন। ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনে ওই মজুদ অর্থনৈতিক বিবেচনায় অনুপযোগী ঘোষিত হয়। কয়লা ক্ষেত্রের দক্ষিণের অপেক্ষাকৃত গভীর (৮১ দশমিক ১ হেক্টর জায়গাজুড়ে ৩৭ মিলিয়ন (৩ কোটি ৭০ লাখ) টন মজুদ অংশ বাদ রেখে, মধ্যবর্তী ৩০০ হেক্টরজুড়ে বিস্তৃত ২৩৫ মিলিয়ন (২৩ কোটি ৫০ লাখ) টন মজুদ এলাকায় কয়লা উত্তোলনের জন্য ভূগর্ভে অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়।

তখন প্রকল্প প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, খনি থেকে ২০০১ সাল থেকে শুরু করে প্রতি বছর এক মিলিয়ন (১০ লাখ) টন হারে কয়লা উত্তোলন করা হবে এবং ৬৪ বছর ধরে কয়লা উত্তোলন অব্যাহত থাকবে। কার্যত কয়লা উত্তোলন শুরু হয় ২০০৫ সাল থেকে। একই বছর বড়পুকুরিয়ায় ২৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ শেষ করা হয়। পার্শ্ববর্তী কয়লা খনির উৎপাদন থেকে ৬৫ শতাংশ কয়লা ব্যবহার করে এই বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু রাখার কথা। ২০১৮ সালে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির সরবরাহ নির্ভর আরও একটি কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিট (২৭৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তৃতীয় ইউনিট) চালু করা হয়।

খনির ধারাবাহিক উৎপাদন অব্যাহত রাখা কেবল মাত্র দেশের কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নয়, বড়পুকুরিয়ায় স্থাপিত মোট ৫২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সচল রাখার জন্যও অতি প্রয়োজনীয়। বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্র শুরু থেকেই বড়পুকুরিয়ার খনির সরবরাহ করা কয়লার ওপর নির্ভরশীল।

বড়পুকুরিয়ায় ২৭৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার তৃতীয় ইউনিট চালু করার পর প্রধানত সেটিই চালানো হচ্ছে। যদিও তা প্রায়শই স্থাপিত ক্ষমতার চেয়ে কম ক্ষমতায় চালানো হয়। আর আগে নির্মিত ১২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার দুটি ইউনিট কখনোই পুরো ক্ষমতায় চলেনি। যদি কখনো বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্রটি তার সম্পূর্ণ স্থাপিত ক্ষমতায় (৫২৫ মেগাওয়াট) চালানো হয়, তাহলে দৈনিক বড়পুকুরিয়া খনির উৎপাদিত মানের ৫ হাজার ২০০ টন বা বছরে ১৩ লাখ টন কয়লার সরবরাহ প্রয়োজন হবে।

অথচ বড়পুকুরিয়া কয়লা খানির কারিগরি উৎপাদন ক্ষমতা বছরে সর্বোচ্চ দশ লাখ টন। সুতরাং ধরে নেয়া যায়, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির একক সরবরাহ নির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সময় এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে যে, বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্র কখনো পুরো ক্ষমতায় এবং বছরজুড়ে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার হবে না।

কয়লা খনির মজুদাগার (কোল ইয়ার্ড) থেকে গত বছর ‘হঠাৎ কয়লা উধাও’ হয়ে যাওয়ার পর এখন যতটুকু কয়লা উৎপাদন করা হয় তার সবটুকুই বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্র ব্যবহার করছে। কয়লা খনি কর্তৃপক্ষ আগে বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্রে সরবরাহ ছাড়াও নির্দিষ্ট পরিমাণ কয়লা ইটভাটার জন্য বিক্রি করত। খনিটি একটি মাত্র কয়লার ‘ফেস’ নির্ভর উৎপাদন হওয়ায় ৩/4 চার মাস কয়লার উৎপাদন চলার পর সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি সময়জুড়ে কয়লা উৎপাদন কারিগরি কারণে বন্ধ রাখতে হয়।

খনির মজুদ কয়লা ‘হঠাৎ’ নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার ঘটনার পর বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্রের জরুরি সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিপিডিবি আন্তর্জাতিক বাজার থেকে দরপত্রের মাধ্যমে এক লাখ টন কয়লা আমদানির উদ্যোগ নিয়ে পিছু হঠে। কারণ দরপত্রের জবাবে প্রতি টন কয়লা বড়পুকুরিয়ায় পৌঁছে দিতে ২৮২ মার্কিন ডলার (শুল্ক-কর ছাড়া) মূল্য পরিশোধ করার প্রস্তাব আসে। বড়পুকুরিয়া খনির কয়লার প্রতি টন ১৩০ মার্কিন ডলার ব্যয়ের বিপরীতে বিপিডিবির জন্য এই প্রস্তাব ছিল অভাবনীয়। এতে আরও স্পষ্ট হয় যে, আমদানি করা কয়লা দিয়ে বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্র চালানোর অর্থনৈতিক যুক্তি নেই।

প্রকৃত অর্থে বড়পুকুরিয়ার কয়লা উত্তোলন এবং তা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন দেশের মূল্যবান খনিজসম্পদ কাজে লাগানোর একটি উদাহরণ হিসেবেই চিত্রিত। কিন্তু কয়লা সম্পদ আহরণ করার জন্য প্রযুক্তি নির্বাচন, দক্ষ পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলো নীতি নির্ধারকদের মনযোগ সামান্যই আকর্ষণ করেছে।

বড়পুকুরিয়া খনির বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা ঠিকাদারের সঙ্গে খনি কোম্পানি-বিসিএমসিএলের চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ২০২১ সনের ১০ই আগস্ট। এরপর বড়পুকুরিয়া খনির কয়লা উত্তোলন অব্যাহত রাখতে হলে খনির ভূগর্ভস্থ ‘উত্তোলন এলাকা’ সম্প্রসারণের উদ্যোগ অথবা নতুন উন্মুক্ত খনি (বড়পুকুরিয়া কয়লা ক্ষেত্রের উত্তর ও দক্ষিণ অংশে) নির্মাণ করতে হবে। এ জন্য নির্মোহ যৌক্তিকতা সমীক্ষা (ফিজিবিলিটি স্টাডি) পরিচালনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিস্তারিত প্রকৌশল নকশা প্রণয়ন, ঠিকাদার নিয়োগ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ এখনই শুরু করা প্রয়োজন।

তবে বড়পুকুরিয়া খনি কর্তৃপক্ষ, পেট্রোবাংলা বা জ্বালানি মন্ত্রণালয় এখন অবধি বিষয়গুলো নিয়ে কোনো পর্যালোচনা করেছে বলে শোনা যায়নি। খনি ব্যবস্থাপনার বিদ্যমান দক্ষতা ও সামর্থ্যের বিষয় বিবেচনায় নিলে ২০২১ সালের ১০ই আগস্টের পর বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে সেখানকার বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ কয়লা উৎপাদন অব্যাহত রাখা একটি অবিশ্বাস্য ও কঠিন চ্যালেঞ্জ। একে অসম্ভবও বলা যেতে পারে।

ইতিমধ্যে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি কর্তৃপক্ষ কয়লা খনির ভবিষ্যৎ নিয়ে মার্কিন প্রতিষ্ঠান ’জন টি বয়েডস’ ও জার্মান পরামর্শক থমাস ভন শোয়ার্জেনবার্গের সাহায্য নিয়ে দুটি প্রাথমিক জরিপ করেছে। এই জরিপের প্রতিবেদন নীতি নির্ধারক পর্যায়ে আলোচিত হলে এবং সংশ্লিষ্টদের বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি ও বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রর ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকলে এতদিনে নড়েচড়ে বসার কথা। তবে আপাতত তেমন কোনো লক্ষণ সাধারণে দৃশ্যমান নয়।

বিপিডিবির দিক থেকে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির আয়ু, উৎপাদন এবং অব্যাহত সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ চোখে না পড়ার সম্ভাব্য কারণ হতে পারে বিকল্প কয়লা সরবরাহের জন্য আমদানির প্রতি আগ্রহ। তবে সে জন্য অগভীর বঙ্গোপসাগরের বিদ্যমান বন্দর দিয়ে বিশ্ববাজার থেকে উচ্চ মূল্যে আমদানি করা কয়লা বড়পুকুরিয়া অবধি ধারাবাহিকভাবে কীভাবে পৌঁছানো হবে সে সমীক্ষা দ্রুত করে নেয়া ভালো। একই সঙ্গে ‘সাশ্রয়ী’ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুতের ইউনিট প্রতি দাম ও বিকল্প জ্বালানি দিয়ে উৎপাদিত বিদ্যুতের দামের মধ্যে তুলনা করেও দেখা প্রয়োজন।

অবশ্য এই আলোচনা তখনই প্রাসঙ্গিক হবে, যখন বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি এবং খনির কয়লানির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্রের যৌক্তিক উৎপাদন অব্যাহত রাখার বিষয়ে কারও আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

ড. মুশফিকুর রহমান
খনি প্রকৌশলী,
জ্বালানি ও পরিবেশবিষয়ক লেখক

বিশ্বে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কমছে না

হাসান ইফতেখার

বিদ্যুৎ উৎপাদনে এখনো কয়লাই পৃথিবীতে একক বৃহত্তম জ্বালানি
পৃথিবীতে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের
প্রায় ৪০ শতাংশ হচ্ছে কয়লায়
বিশেষ কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এমনই থাকবে

• • •

কয়লা ব্যবহারকারী ১১৯টি দেশের মধ্যে ৫৮ নম্বরে রয়েছে বাংলাদেশ
বাংলাদেশের বার্ষিক ব্যবহারের পরিমাণ ২২ লাখ ৪৭ হাজার টন
তালিকার শেষ নাম উরুগুয়ের

পৃথিবীব্যাপী কয়লার উত্তোলন ও বিপণন এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন-এর কোনোটাই কমছে না। পৃথিবীতে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৪০ শতাংশ হচ্ছে কয়লা পুড়িয়ে। ফলে বায়ুমণ্ডলে জ্বালানি-সম্পৃক্ত যত কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃস্বরণ হচ্ছে তার ৪০ শতাংশের বেশি হচ্ছে কয়লা থেকে। এই তথ্য ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সির (আইইএ)।

'কয়লা ২০১৯, একটি বিশ্লেষণ ও ২০২৪ সাল পর্যন্ত পূর্বাভাস' শীর্ষক আইইএর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামী ৫ বছর (২০২০-২০২৪) বিশ্বব্যাপী কয়লার চাহিদা, সরবরাহ ও বাণিজ্য পরিস্থিতি এমনই থাকবে। পৃথিবীর (প্রভাবশালী) সরকারসমূহ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কঠোর অবস্থান না নিলে, প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম যথেষ্ঠ মাত্রায় না কমলে এবং চীনের উন্নয়ন কর্মসূচি কিছুটা হলেও স্তিমিত না হলে কয়লার বিদ্যমান পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে না।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৪-১৬ তিন বছর কয়লার বৈশ্বিক চাহিদা কিছুটা কমেছিল। কিন্তু ২০১৭ সালে তা পুনরায় বাড়তে শুরু করে এবং ২০১৮ সালে এই বৃদ্ধি পৃথিবীর মোট চাহিদার এক দশমিক এক শতাংশ বেড়ে যায়। ওই বছর কয়লার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় ৪ শতাংশ। এর মূল কারণ ছিল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি। ওই বছর পৃথিবীতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন দুই শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে সর্বকালের সর্বোচ্চ মাত্রায় উন্নীত হয়।

চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ২০১৮ সালে কয়লার দামও বেড়ে যায় প্রায় ৬০ শতাংশ। ফলে ভারত, রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া কয়লার উৎপাদনও বিপুল পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়। এর মধ্যে ইন্দোনেশিয়া ও রাশিয়া ওই বছর সর্বকালের সর্বোচ্চ পরিমাণ কয়লা রফতানি করে। অস্ট্রেলিয়া রফতানি করেছিল ৬৭ বিলিয়ন ডলার যা তাদেরও সর্বকালের সর্বোচ্চ কয়লা রফতানি।

আইইএর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৯ সালে কয়লা কিংবা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সেখান থেকে তা আর বাড়েনি। কিন্তু কমেওনি। কমার কোনো লক্ষণ কিংবা কারণও দেখা যাচ্ছে না। বরং এ বছর (২০২০ সালে) চীন তাদের চতুর্দশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঘোষণা করার পর আবার কয়লাশিল্পে উল্লম্ফনও দেখা যেতে পারে। তবে চীনে বিদ্যুৎ উৎপাদন কিংবা বড় শিল্পে কয়লার ব্যবহার ২০১৮ তুলনায় বাড়বে না। বরং কিছুটা কমতে পারে বলে ধারণা করা যায়।

চীনের পাশাপাশি ভারত এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশেও কয়লার ব্যবহার বাড়বে। ভারত ২০২৪ সালে তাদের অর্থনীতির আকার ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য ঘোষণা করেছে। এর ফলে তাদের শিল্প ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির চাহিদা বাড়বে। ভারত সৌর, বায়ু প্রভৃতি নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর প্রতি মনযোগী হলেও তা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুতের বিকল্প হয়ে উঠতে পারবে না। ধারণা করা যায়, ভারত ২০২০-২৪ সময়ে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুতের উৎপাদন বার্ষিক ৪ দশমিক ৬ শতাংশ হারে বাড়িয়ে যাবে। ফলে এই সময়ে ভারতে কয়লার চাহিদা ও ব্যবহার অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

চীন ও ভারত ছাড়া, দণি-পূর্ব এশিয়ায় ২০২০-২৪ সময়ে কয়লার চাহিদা ও ব্যবহার বার্ষিক ৫ শতাংশ হারে বাড়বে বলে আইইএর পূর্বাভাসে বলা হয়েছে। দণি-পূর্ব এশিয়ায় কয়লার এই চাহিদা ও ব্যবহার বৃদ্ধিতে সবচেয়ে এগিয়ে থাকবে ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনাম। এই অঞ্চলের দেশগুলোর দ্রুততর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিদ্যুৎ ও শিল্প খাতের উন্নতির ওপর নির্ভর করবে। এই খাতগুলোর উন্নয়নের জন্য কয়লার ওপরই তাদের প্রধানত নির্ভর করতে হবে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতেও বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়বে। এই চাহিদা পূরণ করতে তাদেরও কয়লার ওপর নির্ভরশীল হতে হবে। সাম্প্রতিককালে পাকিস্তান ৪ গিগাওয়াট ক্ষমতার কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করেছে। আরও প্রায় ৪ গিগাওয়াট ক্ষমতার কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সে দেশে নির্মাণাধীন রয়েছে। বাংলাদেশও প্রায় ১০ গিগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে যার মধ্যে একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র শেষ হওয়ার পথে।

অবশ্য ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রে কয়লার ব্যবহার কমছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর ৫ শতাংশ হারে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুতের উৎপাদন কমিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। আর যুক্তরাষ্ট্রে বিপুল পরিমাণ তেল গ্যাস আবিষ্কারের ফলে সেখানে কয়লার ব্যবহার কমানো হচ্ছে। তবে এশিয়ায় কয়লার চাহিদা ও ব্যবহার এতটাই বাড়বে যা ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহার কমার তুলনায় অনেক বেশি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় কয়লার চাহিদা, ব্যবহার ও বাণিজ্য বর্তমান পর্যায়েই থাকবে। তবে আর্থিক সমস্যা ও বিদেশি কোম্পানির বিনিয়োগ বিমুখতা সৃষ্টি হলে দক্ষিণ আফ্রিকা বাধ্য হবে কয়লার ব্যবহার কমাতে। কিন্তু সার্বিকভাবে ২০২৪ সাল পর্যন্ত কয়লার চাহিদা ও ব্যবহার সমান্তরাল থাকারই সম্ভাবনা বেশি।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লা ব্যবহারের বিভিন্ন দেশের অবস্থান

হিসাব : বার্ষিক, কোটি টনে

অবস্থান	ব্যববহারকারী দেশের নাম	ব্যবহারের পরিমাণ
প্রথম	চীন	৪৩৬
দ্বিতীয়	যুক্তরাষ্ট্র	৯৩
তৃতীয়	ভারত	৮৯
চতুর্থ	জার্মানি	২৭
পঞ্চম	রাশিয়া	২৩
ষষ্ঠ	জাপান	২২
সপ্তম	দক্ষিণ আফ্রিকা	১৯
অষ্টম	পোল্যান্ড	১৬
নবম	দক্ষিণ কোরিয়া	১৪
দশম	অস্ট্রেলিয়া	১৩
৫৮তম	বাংলাদেশ	২২ লাখ
১১৯তম	উরুগুয়ে	৩০ হাজার

সূত্র: ইউনাইটেড স্টেটস এনার্জি ইনফরমেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

সবচেয়ে বেশি কয়লা ব্যবহার করে কোন দেশ

বর্তমানে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি কয়লা ব্যবহার করে চীন। চীনের বার্ষিক কয়লা ব্যবহারের পরিমাণ ৪৩৬ কোটি টনেরও বেশি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা বছরে কয়লা ববহার করে ৯৩ কোটি টনের মতো। তৃতীয় সর্বোচ্চ কয়লা ব্যবহারকারী হচ্ছে ভারত। তাদের বার্ষিক কয়লা ব্যবহার প্রায় ৮৯ কোটি টন।

চতুর্থ সর্বোচ্চ কয়লা ব্যবহারকারী হচ্ছে জার্মানি, বার্ষিক ব্যবহার ২৭ কোটি টনের বেশি। পঞ্চম রাশিয়া, বার্ষিক ব্যবহার প্রায় ২৩ কোটি টন। ষষ্ঠ দেশ জাপান, বার্ষিক ব্যবহার ২২ কোটি টনের বেশি। সপ্তম দক্ষিণ আফ্রিকা, বার্ষিক ব্যবহার ১৯ কোটি টন। অষ্টম পোল্যান্ড, বার্ষিক ব্যবহার ১৬ কোটি টনের বেশি। নবম দক্ষিণ কোরিয়া, বার্ষিক ব্যবহার ১৪ কোটি টনের বেশি। দশম দেশ অস্ট্রেলিয়া, বার্ষিক ব্যবহার প্রায় সাড়ে ১৩ কোটি টন।

ইউনাইটেড স্টেটস এনার্জি ইনফরমেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এই তথ্য তালিকায় কয়লা ব্যবহারকারী ১১৯টি দেশের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫৮ নম্বরে রয়েছে বাংলাদেশের নাম। বার্ষিক ব্যবহারের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে ২২ লাখ ৪৭ হাজার টন। তালিকার সর্বশেষ নামটি উরুগুয়ে। তাদের বার্ষিক ব্যবহার উল্লেখ করা হয়েছে ৩০ হাজার টন।

কোন দেশে কয়লার মজুদ বেশি

পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি কয়লার মজুদ যুক্তরাষ্ট্রে। পৃথিবীর মোট মজুদের প্রায় ২৭ শতাংশ কয়লার মজুদ রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রাশিয়া, মজুদ পৃথিবীর ১৭ শতাংশ। তৃতীয় দেশ চীনে মজুদ ১৩ শতাংশ। চতুর্থ দেশ ভারতে ১০ শতাংশ। পঞ্চম দেশদেশ অস্ট্রেলিয়ায় ৯ শতাংশ। ষষ্ঠ দেশ দক্ষিণ আফ্রিকায় ৫ শতাংশ। সপ্তম দেশ ইউক্রেনে মজুদ ৪ শতাংশ। অষ্টম দেশ কাজাখস্তানে মজুদ ৩ শতাংশ। নবম দেশ পোল্যান্ডে ২ শতাংশ। দশম দেশ ব্রাজিলে ১ শতাংশ। এ ছাড়া জার্মানি, কলম্বিয়া, কানাডা, চেক রিপাবলিক ও ইন্দোনেশিয়ায় ১ শতাংশ করে মজুদ রয়েছে। অন্যান্য দেশের মজুদ শতাংশের হিসাবে আসে না।

লেখক : সাংবাদিক

এনার্জি বাংলা
ঢাকা, মঙ্গলবার, ২৩শে পৌষ ১৪২৬, ৭ই জানুয়ারি ২০২০

লক্ষ্য পরিবর্তন করেছে এশিয়া এনার্জি

রফতানি নয়, লক্ষ্য ৬ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ

ফুলবাড়ী কয়লাখনির কয়লা পরীক্ষা করছেন বিশেষজ্ঞরা। ছবি : সংগৃহীত

বিশেষ প্রতিনিধি

ফুলবাড়ী কয়লা খনি উন্নয়নের বিষয়ে দীর্ঘদিনেও সরকারের কোনো সাড়া না পেলেও এশিয়া এনার্জি তথা জিসিএম (গ্লোবাল কোল ম্যানেজমেন্ট) হাল ছাড়েনি। কয়লা রফতানি থেকে তারা সম্পূর্ণ সরে এসেছে। এখন তারা ফুলবাড়ির কয়লা রফতানির লক্ষ্য পরিবর্তন করে ওই কয়লা দিয়ে খনিমুখে ছয় হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

এই লক্ষ্য পূরণের জন্য তারা চীনের অন্যতম বড় কোম্পানি পাওয়ার চায়নার সঙ্গে একটি চুক্তি সই করেছে। ফুলবাড়ির কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাওয়ার চায়না এখন তাদের অংশীদার। এ ছাড়া দেশের এবং বিদেশের আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তারা নানা কাজের জন্য সমঝোতা করেছেন ও চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

দিনাজপুরের চার উপজেলায় ফুলবাড়ী, বিরামপুর, পার্বতীপুর ও নবাবগঞ্জে ৫৭২ মিলিয়ন টন কয়লার মজুদ আবিষ্কৃত হলেও এই কয়লা উত্তোলনের কোনো সুরাহা দীর্ঘদিনেও হয়নি।

খনি উন্নয়নে কয়লার পরিমাণসহ পরিবেশ ও ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন সমীক্ষা করে পরিকল্পনা সরকারের কাছে জমা দেয়। খনি খননে সেই পরিকল্পনা অনুমোদনের অপেক্ষমাণ থাকা অবস্থায় পরিবেশবাদীদের আন্দোলন-বিক্ষোভের জেরে ২০০৬ সালের পর সরকারের তরফে কাজের কোন অগ্রগতি হয়নি। কোম্পানিকে সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো জবাবও দেয়া হয়নি।

জানা গেছে, উত্তরাঞ্চলের খনিজসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়নে বিদেশি বিনিয়োগের লক্ষ্যে খনিজসম্পদ আইনের আওতায় সরকার আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ আহ্বান করে নব্বই সালের শুরুর দিকে। এর আওতায় ১৯৯৪ সালে অস্ট্রেলিয়ান ব্রোকেন হিল কোম্পানির (বিএইচপি) সঙ্গে চুক্তি (নম্বর চুক্তি নম্বর '১১/সি-৯৪') করে। দিনাজপুরের চার উপজেলায় আবিষ্কৃত কয়লা এই চুক্তির ফল।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের প্রথম সরকারের আমলে ১৯৯৮ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি চুক্তিটি এশিয়া এনার্জির কাছে হস্তান্তরের জন্য এসাইনমেন্ট এগ্রিমেন্ট সই হয়।

চুক্তি এবং খনিজসম্পদ আইনের আওতায় ২০০৪ সালে এশিয়া এনার্জিকে কয়লাসম্পদের মূল 'বি' এলাকার মাইনিং লিজ দেয়া হয়। চুক্তির 'ওয়ার্কিং অবলেগিশন' এবং মাইনিং লিজের শর্তে দুই বছরের মধ্যে বিস্তারিত সমীক্ষা জমা দিতে নির্দেশনা দেয়া হয়। কোম্পানি দেশি-বিদেশি আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ কোম্পানির মাধ্যমে চার উপজেলায় ১৮ মাস অনুসন্ধান কূপ খনন করে উত্তোলনযোগ্য কয়লার মজুদ ৫৭ কোটি ২০ লাখ টন নির্ধারণ করে। উন্মুক্ত পদ্ধতি বছরে ১ কোটি ৫০ লাখ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলন ও এক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিস্তারিত সমীক্ষা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা জমা দেয় ২০০৫ সালের ২রা অক্টোবর। ব্যুরো অব মিনারেলস ডেভেলপমেন্ট-বিএমডির মাধ্যমে তিন মাসের মধ্যে কোম্পানিকে স্কিমের চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়ার কথা। সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা না দেওয়ায় এশিয়া এনার্জি এখনো ওই অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

খনি মুখে বিদ্যুৎ কেন্দ্র করতে চীনা কোম্পানীর সাথে চুক্তি করেছে জিসিএম। (ফাইল ছবি)

তেলগ্যাস খনিজ সম্পদ রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে ২০০৬ সালে ফুলবাড়ী ট্রাজেডির জের ধরে প্রকল্পের কাজ স্থবির হয়ে পড়ে। কিছু দিন পর তারা মাঠপর্যায়ে প্রচারমূলক কার্যক্রম চালায়। একই সাথে তেল গ্যাস রক্ষা কমিটিসহ একাধিক সংগঠনের খনিবিরোধী অবস্থান এবং কার্যক্রমও অব্যাহত আছে।

জানা গেছে, ফুলবাড়ী প্রকল্প নিয়ে এশিয়া এনার্জির পরিবর্তিত পরিকল্পনা হচ্ছে কয়লা রফতানি থেকে সম্পূর্ণ সরে আসা। এবং প্রস্তাবিত খনি থেকে উৎপাদিত কয়লার ওপর ভিত্তি করে খনিমুখেই বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা। কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, খনির কয়লা স্থানীয়ভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে তিন পর্যায়ে ২ হাজার মেগাওয়াট করে ৬ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ করা হবে। এবিষয়ে সরকারের সাথে আলোচনা চলছে বলে জানা গেছে।

২০১৮-১৯ সালের মধ্যে এশিয়া এনার্জির প্যারেন্ট কোম্পানি লন্ডনভিত্তিক জিসিএম রিসোর্সেস নতুন এবং পরিবর্তিত ব্যবসায়িক কৌশলের আলোকে চীনের সরকারি কোম্পানি 'পাওয়ার চায়না', 'গাজোবা গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল' (সিজিজিসি), 'চায়না ননফেরোস মেটাল ইন্ডাস্টি"' (এনএফসি), 'দায়ানি গ্রুপ', 'ডিজি ইনফ্রাটেক' ইত্যাদি কোম্পানির সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন চুক্তি, সমঝোতা করেছে।

দেশে কয়লাভিত্তিক একাধিক বিদ্যুৎকেন্দ্র করা হচ্ছে। এসব প্রকল্পের প্রাথমিক জ্বালানির চাহিদা মেটানো হবে বিদেশ থেকে আমদানি করা কয়লা দিয়ে। এইক্ষেত্রে দেশে মজুদ কয়লা উত্তোলনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন সহজ ও সস্তা বলে বিশেষজ্ঞরা সবসময়ই মতামত দিয়ে আসছেন। দেশে মজুদ কয়লা তোলার ক্ষেত্রে বড়পুকুরিয়ার পর একমাত্র ফুলবাড়ী, ফুলবাড়ী প্রকল্প সমীক্ষাসহ উত্তোলনের জন্য তৈরি আছে। দীঘিপাড়ার প্রতিবেদন পাওয়া যাবে ফেব্রুয়ারিতে। বাকি দুটি কয়লাক্ষেত্র জামালগঞ্জ ও খালাসপীর নিয়ে আপাত কোনো কার্যক্রমের কথা জানা যায়নি।

বাংলাদেশের ৫টি কয়লা খনি

জামালগঞ্জ : জামালগঞ্জ কয়লা ক্ষেত্র জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জে অবস্থিত। ১৯৬২ সালে এ কয়লা ক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়। ১১ দশমিক ৬৬ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে অবস্থিত। এখানে কয়লার স্তরের গভীরতা ১১৫৪ মিটার। মজুদ কয়লার পরিমাণ ৫৪৫০ মেট্রিক টন।

১৯৬২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় তখনকার খনিজ ও জ্বালানি শক্তি কমিশন জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জে ১১টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করেন। এই এলাকার ৬৭০ থেকে ১০৬২ মিটার গভীরে উন্নতমানেরহাই ভলাটাইল বিটুমিনাস কয়লার সন্ধান পাওয়া যায়।

২০১৫ সালের ২১শে জুন পেট্রোবাংলার সাথে ভারতের মাইনিং এসোসিয়েটস প্রাইভেট লিমিটেডের চুক্তি হয়। তারা পরীক্ষা করে কয়লার ফাঁকের আনুবীণিক স্তরে কি পরিমাণ মিথেন গ্যাস আছে তা নিশ্চিত করে। ২০১৮ সালে পেট্রোবাংলা এই কয়লা ক্ষেত্রের উত্তর-পশ্চিমাংশের ১৫ বর্গকিলোমিটার এলাকায় প্রথম ধাপে সম্ভাব্যতা যাচাই করে।

বড়পুকুরিয়া : বড়পুকুরিয়া বাংলাদেশের একমাত্র কয়লাখনি যেখান থেকে কয়লা তোলা হচ্ছে। এটি দিনাজপুরের পার্বতীপুরে অবস্থিত। এটি আবিষ্কার হয় ১৯৮৫ সালে। এর আয়তন ৬ দশমিক ৬৮ বর্গকিলোমিটার। মজুদের পরিমান ৩৯ কোটি মেট্রিক টন। এখানে বিটুমিনাস কয়লা পাওয়া গেছে। এখান থেকে তোলা কয়লা দিয়ে বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র চলে।

খালাশপীর : রংপুরের পীরগঞ্জে খালাশপীর কয়লা খনি অবস্থিত। ২৫৭ থেকে ৪৮৩ মিটার গভীরতায় এখানে কয়লা আছে। ২৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে ৫০ মিটার পুরু কয়লা আছে। এখানে মজুদ কয়লার পরিমান ৬৮ কোটি ৫০ লাখ মেট্রিক টন।

দীঘিপাড়া : দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জের দীঘিপাড়ায় অবস্থিত। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) আবিষ্কার করে এই ক্ষেত্র। আবিষ্কারের ২২ বছর পর ২০১৭ সালে খনি উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। দীঘিপাড়া সমীক্ষা শেষ হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর কয়লা তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। খনির সম্ভাব্য আয়তন নির্ধারণ করা হয়েছে ২৪ বর্গকিলোমিটার। এই খনিটির উন্নয়নে ২০০৫ সালে পেট্রোবাংলাকে লাইসেন্স দেয়া হয়। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী দীঘিপাড়ায় প্রায় ৮৬ কোটি ৫০ লাখ টন কয়লা মজুদ আছে। এখানে সর্বোচ্চ ৪৩৪ দশমিক ৪৯ মিটার এবং সর্বনিম্ন ৩২৩ মিটার গভীরতায় ৭২ দশমিক ৩৬ মিটার থেকে ৪৭ দশমিক ২৯ মিটার পুরুত্বের কয়লার স্তর আছে। এখানে কয়লা ছাড়া প্রায় ২০০ টন সিলিকা বালু ও সাদামাটি আছে। এই সিলিকা বালু ও সাদামাটি গ্লাস ফ্যাক্টরি ও সিরামিক তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফুলবাড়ী : দিনাজপুর জেলায় ফুলবাড়ী কয়লা খনি অবস্থিত। এখানে ৫৭ কোটি ২০ লাখ টন কয়লা মজুদ আছে। ১৫১ মিটার গভীরতায় এখানে কয়লা আছে।

উচ্চপদে নতুন মুখ

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিদ্যুৎ বিভাগ ও জ্বালানি বিভাগে নতুন সচিব নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া নতুন নিয়োগ দেয়া হয়েছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) এর চেয়্যারম্যান।

জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয় থেকে নতুন সচিব নিয়োগের আদেশ জারি করা হয়

বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব ড. সুলতান

ড. সুলতান আহমেদ বিদ্যুৎ বিভাগের নতুন সচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। এর আগে তিনি রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপরে চেয়ারম্যান ছিলেন।

ড. সুলতান আহমেদকে অতিরিক্ত সচিব থেকে পদন্নতি দিয়ে সচিব করা হয়েছে। এরআগে বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব ড. আহমদ কায়কাউসকে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মূখ্য সচিব করা হয়।

আনিছুর রহমান জ্বালানি সচিব

মো. আনিছুর রহমানকে জ্বালানি বিভাগের সচিব করা হয়েছে। এরআগে তিনি ধর্ম সচিব ছিলেন। আনিছুর রহমানের জন্ম শরীয়তপুরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। এরআগে জ্বালানি বিভাগের সিনিয়র সচিব আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিমকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর চেয়ারম্যান করা হয়েছে।

পিডিবির চেয়ারম্যান সাঈদ আহমেদ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিউবো) নতুন চেয়ারম্যান হয়েছেন প্রকৌশলী সাঈদ আহমেদ।

তিনি পিডিবি'র ৩৫তম চেয়ারম্যান। সাঈদ আহমেদ বিউবোর সদস্য (উৎপাদন) ছিলেন। তিনি রংপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস) ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৮৪ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে তিনি যোগ দেন। বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পাওয়ার সেলসহ বিউবোর বিভিন্ন বিভাগে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন।

বিইআরসির তিন সদস্য নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) এর তিনজন সদস্য নিয়োগ দেয়া হবে। বর্তমান সদস্যদের মধ্যে তিনজনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে এমাসেই। নতুন সদস্য নিয়োগ দিতে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ থেকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আগামীকাল ৮ই জানুয়ারি আবেদন জমা দেয়ার শেষ দিন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১৫ বছরে অভিজ্ঞরাই এই পদে আবেদন করতে পারবেন। আইন অনুযায়ী তিন বছরের জন্য এই পদে নিয়োগ দেয়া হবে। যারা এপদে নিয়োগ পাবেন তারা রাষ্ট্রের আর কোন লাভজনক পদে থাকতে পারবেন না। বিইআরসি'র সদস্য সাংবিধানিক পদ। সদস্যরা প্রতিমাসে মূল বেতন পাবেন ৯৫ হাজার টাকা। এছাড়া বাড়ি ভাড়া ৫০ হাজার ৬শ টাকা। নিজে ও পরিবারের সদস্যরা চিকিৎসা ভাতা পাবেন।

ড. আহমদ কায়কাউস

আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম

মো. আনিছুর রহমান

ড. সুলতান আহমেদ

সাঈদ আহমেদ

মুজিববর্ষের ক্ষণগণনার উদ্বোধন ১০ই জানুয়ারি

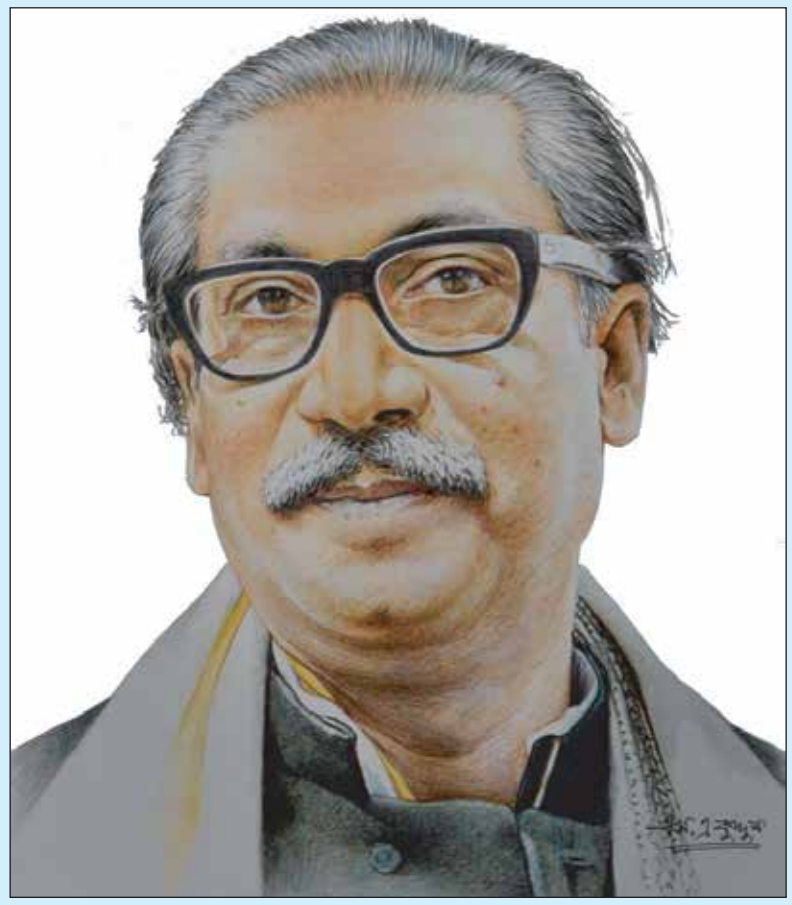
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ১০ই জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে মুজিববর্ষ শুরুর ক্ষণগণনা উদ্বোধন করবেন। ওইদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ক্ষণগণনার উদ্বোধন ঘোষণা করবেন প্রধানমন্ত্রী। অবশ্য অনানুষ্ঠানিকভাবে গত ৮ই ডিসেম্বর থেকে ১০০ দিনের ক্ষণগণনা শুরু করা হয়েছে।

জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সরকার আগামী ১৭ই মার্চ, ২০২০ থেকে ১৭ই মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত এক বছর মুজিববর্ষ হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বছরটি পালনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১১৯ সদস্যের জাতীয় উদ্‌যাপন কমিটি এবং জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলামকে সভাপতি করে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। বাস্তবায়ন কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা দিচ্ছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পঞ্চম তলায় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

মুজিববর্ষের বছরব্যাপী কর্মসূচি আয়োজন ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য বাস্তবায়ন কমিটি ৮টি উপকমিটি গঠন করেছে। এই উপকমিটিগুলো আরও আগে থেকেই কাজ শুরু করেছে। এই বছরে দেশে ও দেশের বাইরে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হবে। আগামী ১৭ই মার্চ, জাতির পিতার জন্মদিনে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে মুজিববর্ষের কর্মসূচির আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে বলে বাস্তবায়ন কমিটির সূত্রে জানা গেছে।

শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী-
'মুজিব বর্ষ' উপলক্ষ্যে আমাদের লক্ষ্য:
১. ''মুজিব বর্ষ-পল্লী বিদ্যুতের সেবা বর্ষ'' হিসেবে পালন; ২. জনগণের শতভাগ বিদ্যুৎ পাওয়া নিশ্চিত করা;
৩. গ্রাহক হয়রানি নিরসনে 'আলোর ফেরিওয়ালা' কর্মসূচী অব্যাহত রাখা;
৪. গ্রাহক সেবায় পল্লী বিদ্যুতের 'উঠান বৈঠক' জোরদার করা;
৫. 'আমার গ্রাম – আমার শহর' বিনির্মাণে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা;
৬. ''দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স'' নীতি জোরদার করা;
৭. 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে 'পেপারলেস অফিস' চালু করা;
৮. 'তারুণ্যের শক্তি – বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' অর্জনে বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা;
৯. কৃষি এবং শিল্প ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা;
১০. পরিবেশ বান্ধব ২০০০ সোলার সেচ পাম্প স্থাপন।
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

বন কেটে শিল্প নয়

উচ্চ আদালতের রায়

২রা জানুয়ারি ২০২০

কোন প্রকার বন কেটে শিল্প কারখানা করা যাবে না। তা সে সংরক্ষিত হোক বা না হোক। বনাঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হলেই সেখানে আর গাছ কেটে শিল্প স্থাপন করা যাবে না।

হাইকোর্ট এই রায় দিয়েছে।

হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছে, বনাঞ্চল অন্য কাজেও ব্যবহার করা যাবে না। বনকে বন হিসেবেই রাখতে হবে। বনের জমিতে অন্য কোন স্থাপনা করা যাবে না।

চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষকে ঝড় সাইক্লোন থেকে রক্ষা করতে বিভিন্ন সময়ে এক লাখ ৬৫ হাজার একর জমি বনায়নের জন্য বন বিভাগকে দেয়া হয়। কিন্ত জেলা প্রশাসন চিহ্নিত সেই বনকে অন্য কাজে ব্যবহারের জন্য ইজারা দেয়। এই ইজারা বাতিল করেছে আদালত। সর্বশেষ ওই এলাকার উত্তর সলিমপুর মৌজার ৪শ' একর জমি লিজের মাধ্যমে জাহাজ ভাঙা শিল্প স্থাপন করতে দেয়া হয়। বনবিভাগ বাধা দিলেও জেলা প্রশাসন তা উপেক্ষা করে। পরে সীতাকুণ্ডে সলিমপুরে কেয়ার স্টিল, কিং স্টিল ও এনবি স্টিল গাছ কাটা শুরু করে। এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করে পরিবেশ আইনজীবী সমিতি বেলা। বেলার আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত এই রায় দিয়েছে।

এনার্জি বাংলা
ঢাকা, মঙ্গলবার, ২৩শে পৌষ ১৪২৬, ৭ই জানুয়ারি ২০২০

দীঘিপাড়া কয়লা খনির সম্ভাব্যতা যাচাই শেষ

ফেব্রুয়ারিতে প্রতিবেদন

দীঘিপাড়া কয়লাখনির সমীক্ষা কাজ শেষ হয়েছে। ছবি: সংগৃহিত

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের পাঁচটি আবিষ্কৃত কয়লা খনির অন্যতম দীঘিপাড়া খনি উন্নয়নের সম্ভাব্যতা যাচাই শেষ হয়েছে। আগামী ফেব্রুয়ারিতে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে দেওয়া হবে বলে সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ ও হাকিমপুর উপজেলার প্রায় ২৪ বর্গকিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত এই খনিটি দেখভালের দায়িত্ব পেয়েছে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি কোম্পানি (বিসিএমসিএল)। তারা একটি বিদেশি কোম্পানি নিয়োগ করে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ করিয়েছে।

বিসিএমসিএলের সংশ্লিষ্ট সূত্র এনার্জি বাংলাকে জানায়, তিনটি পেশাদার বিদেশি কোম্পানির কনসোর্টিয়াম দীঘিপাড়া খনির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ করেছে। এরা হলো– ফুগ্রো জার্মানি ল্যান্ড জিএমবিএইচ, মিবরাক অস্ট্রিয়া ও আরপিএম অস্ট্রেলিয়া।

এই কনসোর্টিয়ামের অধীনে ১৫টি দেশের ১০০ জন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় তিন বছর সমীক্ষা করেছেন।

চুক্তি অনুযায়ী কয়লাক্ষেত্রটিতে প্রতিটি ৫০০ মিটার গভীর মোট ৬০টি গর্ত (বোরহোল) খোঁড়ার কথা (মোট ৩০ হাজার কিলোমিটার)। কিন্তু বাস্তবে অনেক স্থানে ৫০০ মিটার পর্যন্ত খোঁড়ার আগেই কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। আর গর্ত করা হয়েছে মোট ৬৭টি। এখন প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলছে।

সম্ভাব্যতা যাচাই কাজের চুক্তিমূল্য এক কোটি ৭০ লাখ (১৭ মিলিয়ন) মার্কিন ডলার।

বিসিএমসিএল সূত্র জানায়, দীঘিপাড়া কয়লাক্ষেত্রটিতে ৮০ থেকে ৮৫ কোটি (৮০০ থেকে ৮৫০ মিলিয়ন) টন কয়লার মজুদ থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সরকার দীঘিপাড়া কয়লা খনি উন্নয়নের সিদ্ধান্ত নেবে।

সঞ্চালন লাইন চালু পায়রা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের অপেক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক

সঞ্চালন লাইন শেষ। এখন বিদ্যুৎকেন্দ্র চালুর অপেক্ষা। পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র। চালু হবে আমদানি করা কয়লা দিয়ে দেশের প্রথম বিদ্যুৎকেন্দ্র। বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি থাকলেও সঞ্চালন লাইনের জন্য এতদিন উৎপাদনে যেতে পারেনি পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র।

গতসপ্তাহে সঞ্চালন লাইন চালু হয়েছে।

বিদ্যুৎকেন্দ্র সংশ্লিষ্ঠরা জানিয়েছেন, সঞ্চালন লাইন চালুর পর বিদ্যুৎকেন্দ্র সজল করতে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন যন্ত্র পরীক্ষার কাজ চলছে। বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হতে আরও দুই মাস সময় লাগবে।

নবনির্মিত পটুয়াখালী (পায়রা)-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন চালু হয়েছে ৩১শে ডিসেম্বর। বিকাল ৪টা ৫২ মিনিটে গোপালগঞ্জ গ্রীড সাবস্টেশন প্রান্ত থেকে ৪০০ কেভি ভোল্টেজ দিয়ে লাইনটি চালু করা হয়।

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) জানিয়েছে, এই সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬৩ কিলোমিটার। দ্বৈত সার্কিটের উচ্চভোল্টেজ সঞ্চালন লাইনটি পটুয়াখালী জেলার পায়রা থেকে পটুয়াখালী সদর-বরগুনা-ঝালকাঠি-বরিশাল-মাদারীপুর হয়ে গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলায় নবনির্মিত ৪০০/২৩০ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্রে যুক্ত হয়েছে।

নবনির্মিত লাইনটির প্রতি ফেজ-এ চারটি করে অত্যাধুনিক তার ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে অন্যান্য ৪০০ কেভি লাইনের তুলনায় এই লাইনে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ক্ষমতা বেশি।

এই লাইনের মাধ্যমে পায়রার ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সঞ্চালন করা হবে। উচ্চক্ষমতার লাইন হওয়ায় ভবিষ্যতে ওই এলাকায় আরও বিদ্যুৎ কেন্দ্র করা হলেও তা এই লাইনের মাধ্যমেই জাতীয় গ্রীডে সঞ্চালন করা যাবে।

পায়রা থেকে গোপালগঞ্জ পর্যন্ত লাইনটি নির্মাণ করতে চারটি খরস্রোতা নদী পার করতে হয়েছে। নদীগুলো হলো- পায়রা, সন্ধ্যা, সুগন্ধা ও লাউকাঠি। লাইনটি নেয়ার জন্য নদীগুলোর উভয়প্রান্তে উচ্চ রিভারক্রসিং টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে।

উপদেষ্টা সম্পাদক : **অরুণ কর্মকার** সম্পাদক ও প্রকাশক : **রফিকুল বাসার** এনার্জি বাংলা অনলাইন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক **সাগর সরওয়ার**
এনার্জি বাংলা, শতাব্দী সেন্টার, ২৯২, ইনার সার্কুলার রোড, স্যুট # ১০-এফ, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত এবং **মাহির প্রিন্টার্স** ফকিরেরপুল থেকে ছাপানো
সম্পাদকীয় কার্যালয় : ২/৩-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা। ফোন : +৮৮ ০২ ৯৫৫৯২৩২, +৮৮ ০১৫৫২ ৩১৫৭৪৫
ই-মেইল : energybanglabd@gmail.com, www.energybangla.com, www.energybangla.com.bd